

প্রশিক্ষার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ নীলফামারী

প্রশ্ন ১) লক করা ফেসবুক প্রোফাইল থেকে রিকুয়েস্ট এলে কিভাবে আমরা নিরাপত্তা পাবো?

উত্তরঃ ফেসবুক প্রোফাইলের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ইদানিং অনেকেই ফেসবুক প্রোফাইল লক করে রাখেন। এক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজন হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো তথ্য দেখার সুযোগ নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লক প্রোফাইল থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এলে ব্যক্তিটি কে বা আইডিটি আসল কিনা তা খোঁজে বের করা দুরূহ হয়ে পড়ে। বিধায় ফেসবুকে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই লক করে রাখা আইডির তথ্য জানতে লক প্রোফাইলের তথ্য দেখা সম্ভব। এক্ষেত্রে ফেসবুকের ইউআরএল পরিবর্তন করে, সংশ্লিষ্ট আইডির ব্যবহারকারীকে ইনবক্সে মেসেজ পাঠিয়ে, বন্ধু হয়ে, PictureMate কিংবা Private Profile Viewer নামক টুলস ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই কারো লক করা প্রোফাইলে ঢুকতে পারেন। তবে কারো লক প্রোফাইলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া দেখার চেষ্টা না করাই ভালো। এটি হতে পারে অনৈতিকও এবং ক্ষেত্রে বিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

প্রশ্ন ২) ফেসবুকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় কিংবা অর্থ আয়ের বিজ্ঞাপন দেখে সব সময় বিশ্বাস করা উচিত কিনা? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তরঃ ফেসবুকে অনেক লোভনীয় অফার, আকর্ষণীয় ও চটকদার বিজ্ঞাপনের আড়ালে ব্যবহারকারীকে প্রলুব্ধ করার মতো অনেক কিছু থাকে। যেমন: ফেসবুকে রং ফর্সাকারী অনেক ক্রিম কিংবা কোন নকল পণ্যের চটকদার ভিডিও বা বিজ্ঞাপন দেখা যায়। দর্শকরা যাতে সহজেই আকৃষ্ট হন সেজন্য উচ্চমানের ছবি, পেশাদার গ্রাফিকস ও আকর্ষণীয় বার্তা দিয়ে এসব ক্রিম কিংবা পণ্য কিনতে বলা হয়। সম্প্রতি ফেসবুকে এধরনের ভুয়া প্রসাধন সামগ্রী কিংবা পণ্যের বিজ্ঞাপনে এমন চটকদার ছবি ও ভিডিওর ব্যবহার বেড়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারীর সঙ্গে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নিতে ফেসবুকে এধরনের নানান চটকদার বিজ্ঞাপন ছাড়া হয়। তবে, যারা কার্ড ব্যবহার করে এ ধরনের পণ্য ক্রয় করে থাকেন, তাঁদের প্রতারণিত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ আয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনলাইনে কাজ করে আয় করতে গেলে কোন প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোচ্ছেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অনলাইনে আয় করার নানা সুযোগ থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি প্রতারণার শিকার হতে পারেন।

করণীয়ঃ এ ধরনের প্রতারণা থেকে রেহাই পেতে সচেতন হতে হবে। তবে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের সাইটে এ ধরনের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সার্চ করে জেনে নিতে হবে। তবে আশার কথা হচ্ছে, ইদানিং ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অনলাইনে কেনা-বেচার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চোখ কান খোলা রেখে সতর্কতার সাথে এ ধরনের কেনা-কাটায় অংশ নেয়া উচিত।

প্রশ্ন ৩) সাইবার স্টকিং কী? এ থেকে নিরাপদ থাকার উপায় কী?

উত্তরঃ ফেসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বাড়ছে বন্ধুর সংখ্যা। ফলে বাড়ছে বিপদও। ফেসবুককে কাজে লাগিয়েই আপনার ওপর গোপন নজরদারি চালানোর প্রযুক্তি বের করে ফেলেছে আপনারই অচেনা বন্ধুটি। ফেসবুকে নজরদারি চালানোর এই ঘটনাই সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে 'সাইবার স্টকিং'।

করণীয়ঃ সাইবার বিশেষজ্ঞদের মত, নয়া প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে যে কারো পিছু নিতে পারে ফেসবুক হ্যাকাররা। তাই ফেসবুকে ভিউ টু অল অপশন অবিলম্বে বন্ধ করুন। তাই চোখ কান খোলা রাখুন। অপরিচিত কেউ ফ্রেন্ডশিপ রিকোয়েস্ট পাঠালেই তা এ্যাকসেপ্ট করে নেবেন না। সতর্ক থাকুন সাইবার স্টকিংয়ে।

প্রশ্ন ৪) ইউ আর এল (URL) কি?

উত্তরঃ ইউ আর এল (URL) বলতে বোঝায় Uniform Resource Locator। এটি মূলত ইন্টারনেটে প্রচলিত একটি ঠিকানা যাতে ক্লিক করে কোন ব্যক্তি ইন্টারনেটে তার কাঙ্ক্ষিত পেজ বা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে থাকেন। ইন্টারনেটে

বিদ্যমান প্রতিটি বিষয় বা তথ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইউ আর এল (URL) রয়েছে, যেমনঃ
<https://www.facebook.com>।

ইউ আর এল (URL) মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করে বা প্রতিনিধিত্ব করেঃ

১. Network Protocol
২. Host name or Address
৩. File or Resource Location